

আমি কি এই সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম !

আনছার হোসেন

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, ‘সাংবাদিকদের আপনি কোন চোখে দেখেন?’ আপনি হয়তো খাতিরের বশে জবাব দেবেন সাংবাদিকরা যা করেন সমাজের দর্পনের কাজ করেন। যে কথাটা বললেন তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আমি বুকো হাত দিয়ে বলতে পারি আপনি তা বিশ্বাস করেন না। একটা সময় হয়তো ছিল আপনার এই জবাবটা সাংবাদিকদের বেলায় মানাতো। এখন মানায় না। এখানে এখন নোংরামো বাসা বাঁধে প্রতিনিয়ত। সমাজকে উল্টো করে দেখায় অধিকাংশ সাংবাদিকই। আমি সবার কথা বলছি না। অনেকেই এই কাজটা নিখুঁত ভাবে করেন।

আমার সাংবাদিকতা জীবনটাকে বেশী দিনের পুরনো বলা যাবে না। আমার চেয়ে অনেক অনেক দিনের অগ্রজ সাংবাদিকরা আছেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমার এই লেখা।

আমি যখন সাংবাদিকতা শুরু করি তখন নিতান্ধই নিজের নামটা সংবাদপত্রে দেখার জন্য লিখতাম আর মনে হতো সমাজে যা কিছু অনিয়ম যা কিছু অনাচার সব কিছুর বিরুদ্ধেই আমার কলম চলবে অবিরাম। কিন্তু তা কি হয়েছে! হয়নি। ১৯৯১ সালে আমি যখন সাংবাদিকতা জীবনটা শুরু করেছিলাম তখন ছিলাম মাত্রই ক্লাস নাইনের ছাত্র। ঢাকা থেকে বেরোতো নওরোজ নামের একটি অখ্যাত দৈনিক। আমার পরিচিত এক যুবক সেই পত্রিকায় নিজের নাম ছাপানো নিয়ে গর্ব করেছিল। তার সেই গর্ব দেখে আমি মনে মনে চেয়েছিলাম, আমিও যদি ওরকম একটি পত্রিকার রিপোর্টার হতে পারতাম। ঢাকার কোন অখ্যাত পত্রিকার রিপোর্টার হতে পারিনি। তবে সেই সময়ে কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে দৈনিক সৈকত। সিরাজ স্যারের (আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম) কাছে প্রাইভেট পড়তাম। সন্ধ্যায় প্রাইভেট শেষে যে দিন দৈনিক সৈকতে কাজ করার আশায় পত্রিকারটির অফিসটিতে পা দিয়েছিলাম সে দিনই আমাকে বলা হয়েছিল নিউজ মানে বুঝো! সে দিনের সেই নির্বাহী সম্পাদক ইসলাম ভাই (মুহম্মদ নূরুল ইসলাম) আমাকে নিউজের ব্যপ্তি বুঝাতে বলেছিলেন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকে যা ঘটে তার সবই নিউজ। তাঁর শিক্ষা নিয়ে শিক্ষানবিস হিসেবে তার পরদিনই ঢুকে পড়েছিলাম দৈনিক সৈকতে। তখনও আমি জানতাম না আমি চাইলেই সবকিছু অকপটে লিখতে পারবো না। সেই কিশোর বয়সেই নিউজের পাশাপাশি একটি কলাম লিখতে শুরু করেছিলাম। কলামটির শিরোনাম দিয়েছিলাম ‘কেন প্রতিবাদ করবো না’। কলামটির প্রথম কিস্তি-কোন মতে পার করতে পেরেছিলাম। পরের কিস্তিতেই আমার উপর হামলা আসলো। সত্য কথা লিখা যাবে না। পত্রিকা কর্তৃপক্ষও তার দায়-দায়িত্ব নেবে না। আমি থেমে গেলাম। কিন্তু সমাজের অনাচার আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। শরীরের সামর্থ্যে যার প্রতিবাদ করতে পারি না সেটা কলমের খোঁচাই তুলে আনতে চাই সবার সামনে। ঘটনা ঘটবে কিন্তু লিখা যাবে না। অমুক দপ্তরের তমুক সরকারী অর্থ ভাগবাটোয়ারা করবে আমি লিখলেই অপরাধ। তারপরও পারি না। লিখতে চাই। কিন্তু কলম থাকলেই যে সব পারি না তা এতো দিনে বুঝে গেছি। আমি চাইলেও পত্রিকা ছাপবে না। তারপরও আমি ফুঁসে উঠি এখনো। নিজের কাছে বিবেকের কাছে জবাব দিতে পারি না আমি কেন লিখতে পারি না।

তবে আমি না পারলেও একটা বিষয় অনেকেই পেরেছেন। সমাজটাকে উল্টে ফেলা। সত্যটাকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে ফেলা। যা নয় তা বাড়িয়ে লিখা। রাজনীতিবিদরা যত না ক্ষতি করে তারচেয়ে এই ক্যাটাগরির সাংবাদিকরা ক্ষতি করে বেশী। দু’টাকার জন্য বিক্রি হতে দেখেছি অনেক সাংবাদিককে। যদিও ওদের আমি সাংবাদিক বলি না।

আমাদের এখানে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা গুলোতে যারা কাজ করেন সবাই একই মতাদর্শের মানুষ নয়। তাই বলে একটি ঘটনা যা ঘটলো তা না লিখে উল্টো ভাবে লিখবে তা তো হয় না। আমাদের সাংবাদিকতায় তা প্রতিনিয়তই হ’ল। ওনি আওয়ামীলীগ সমর্থন করেন তাই ওনার নিউজটা রেখে ঢেকে করতে হবে। তিনি অন্যায় করলেও তা ছাপা যাবে না। ওনি বিএনপি করেন তাই ঘটনা যা ঘটেনি তারও বেশী বানিয়ে লিখতে হবে। এমন মানসিকতা নিয়ে সাংবাদিকতায় আছেন অনেকেই। আমাদের এই নোংরামো নিয়ে ছোট ছোট উদাহরণ দেয়া যায়।

ক) টেকনাফে একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। নিউজটা স্থানীয় এক পত্রিকার সংবাদদাতা টেলিফোনে অফিসে কর্মরত রিপোর্টারকে দিয়েছেন। সেই রিপোর্টার যখন রিপোর্ট লিখলো তখন শেষ প্যারায় এসে ঘটনার সাথে জড়িত আছেন

অভিযোগ তুলে মহেশখালীর এক ব্যক্তির নাম যোগ করে দিলেন। যে ব্যক্তিটির সাথে টেকনাফের ওই ঘটনার কোন যোগসূত্র নেই। তাহলে নামটি জুড়ে দেয়া হলো কেন ? কারণ মহেশখালীর ওই ব্যক্তির সাথে অফিসের রিপোর্টারটির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সংঘাত ছিল।

খ) গত সরকার আমলে কক্সবাজারে সন্স কায়েম করেছিল দু'টি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় দু'টি গ্রুপ। বর্তমান সরকার আমলে ওই দু'টি গ্রুপের প্রধানই গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই আছেন ওই দু'সন্সীরা একজনকে তাদের লেখনিতে গডফাদার বানিয়ে ফেলেছেন আর অপরাধের ব্যাপারে একটি লাইনও লিখেননি।

গ) আমাদের কক্সবাজার শহর থেকে বর্তমানে ৪টি দৈনিক পত্রিকা বেরোয়। এই পত্রিকা গুলোতে অধিকাংশ সময় একটি বিষয় বেশী হয় যেটাকে সাংবাদিকতা বলা যায় কিনা আমার মাথায় আসে না। যেমন ধরা যাক, কেউ দুয়েক শ টাকা দিলেই একজনকে সন্সী, চাঁদাবাজ বা নারীলোভী বানিয়ে ফেলতে সময় লাগে না। কখনো কখনো কিছু রিপোর্ট হয় শুধুমাত্র প্রতিবাদ পাওয়ার জন্য। কেননা সংবাদের প্রতিবাদ দিতে গেলেই ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিতে হয়।

ঘ) কখনো কখনো সাংবাদিকদের আগাম নির্বাচনী নিউজ করতে হয়। তাদের সেই লেখনি সমাজে প্রভাব ফেলে কিছুটা হলেও। জনমত তৈরী হয়। কিন্তু কথা সেখানে নয়, অন্যখানে। দেখা যায় ভোটারদের ভাবনায়, এলাকায় একজন প্রার্থীর দারুণ জনপ্রিয়তা। তার ধরে কাছেও নেই এমন একজন প্রার্থীকে সাংবাদিক তার লেখনির মাধ্যমে এমনভাবে তুলে ধরেন যার কোন বাস্তবতা নেই। এটাও অনেকটা অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া। আগামী সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যে লেখালেখি শুরু হয়েছে তাতে স্পষ্টতই প্রভাবান্বিত লিখা লিখছেন কেউ কেউ।

এভাবে আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। কখনো কখনো সাংবাদিকদের কলমও খেমে যায়। কেন ? কারণ নিশ্চয় আছে। যারা ওই কাজটি করতে অত্যন্ত পটু তারা ই ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন। আমি বিশ্বাস করতাম সাংবাদিকরা হবেন সততার প্রতীক। সাংবাদিক তার সততা দিয়ে সমাজের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রখে দাঁড়াবে। ব্যাপারটা কি আছে ? নেই, ব্যাপারটা এখন হয়ে গেছে অন্য। যারা অনাচারের কথা লিখবে তারা দপ্তর থেকে দপ্তরে ঘুরে মাসিক মাসোহারা নেয়। তাহলে তাদের কলম কি কথা বলবে সেটা বলা প্রশ্ন রাখে না। সরকারী যে দপ্তর গুলোতে হরহামেশাই দুর্নীতির মতো অনাচার হয় সেই দপ্তর থেকে মাসিক মাসোহারা আসে অনেক জাদরেল সাংবাদিকের। ওই মাসোহারা যখন সাংবাদিকের কাছে পৌঁছে যায় কলম তখন আপনাপনিই বন্ধ হয়ে যায়। থানায় সাংবাদিকের তালিকা থাকে যাদের মাসিক মাসোহারা দেয়। যতদূর শুনেছি বনবিভাগ, এলজিইডি, পাউবো, জেলা পরিষদ, গণপূর্ত, ট্রাফিকের মতো জনসেবাকারী প্রতিষ্ঠান গুলো সাংবাদিকদের কলম বন্ধ করে রাখে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে। যারা ওই ঘৃণ্য কাজটিতে শরীক হয় তারা কিভাবে পুলিশের দুর্নীতির খবর লিখবে। আফসোস ! সেই সকল সাংবাদিকদের দুর্নীতির খবর লেখার কেউ নেই।

কক্সবাজারে অতীতে যারা সাংবাদিকতা করে বর্তমানে অবসর নিয়েছেন তাদের কথা আমি বলতে পারবো না। এখন যারা সাংবাদিকতায় জড়িত, বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যারা সাংবাদিকতায় আসছেন তাদের অধিকাংশেরই সততা নিয়ে প্রশ্ন আছে। শিক্ষাগত যোগ্যতাটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে যিনি বি.এ পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে সাংবাদিকতা করেন তার কাছ থেকে জাতি নিশ্চয় কিছু আশা করতে পারে না। আমার এখনো মনে করি সততা, জাতির প্রতি দরদ না থাকলে সাংবাদিকতা পেশায় না আসা উচিত। আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি। আমি যখন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করি তখন উপজেলা পর্যায়ে দু'জন মাত্র সংবাদদাতা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। টেকনাফ, উখিয়া ও কুতুবদিয়ায় এখনো কোন সংবাদদাতা নিয়োগ দিতে পারিনি আমি। কেননা যারাই আমার কাছে সংবাদদাতা হওয়ার জন্য সুপারিশ চেয়েছেন তাদের সবার নয়, অধিকাংশেরই সততা নেই। আমি আমার বিবেকের কাছে হেরে যাবো বলে তাদের কাউকেই সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োগ পেতে সুপারিশ করতে পারিনি। এটাকে আমার অযোগ্যতা বললেও তা মেনে নিতে রাজি আছি। আমি তো ওরকম সততাহীন ওরকম সাংবাদিক হতে চাইনি।

আমি সাংবাদিকতা করি আজ প্রায় ১৪ বছর হলে গেলো। আমার পরে এ পেশায় এসে অনেকেই অনেক কিছু করে ফেলেছে। বাড়ি-গাড়ী, জমি-জমা আরো কতো কি ! আমার কেন কিছু হলো না ! এই প্রশ্ন আমার কাছের বন্ধুদের

অনেকেই করে। আমি জবাব দিই, কিন্তু তাদের মন ভরাতে পারি না। তাদের কথা-সততা দিয়ে কি হবে? আমি তাদের ওই কথাটাকে মানতে পারি না। আর মানতে পারি না বলেই ওদের কাছে আমি সাংবাদিক নয়, সাংঘাতিক! তাহলে সাংবাদিক কারা? যারা সমাজের কথা বলতে এসে জাতির কথা বলতে এসে টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়?

আমি মাঝে মাঝে নিজের কাছে প্রশ্ন করি আমি কেন পারি না! আবার উত্তর খুঁজে পাই, আমার বিবেক আমাকে শিখিয়েছে কোনটা নীতি কোনটা আদর্শ আর কোনটা নীতিহীনতা। আমিও এখনো নীতিহীন সাংবাদিকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০০৫

ইয়াহু সাইবার ক্যাফে, কক্সবাজার।

লেখকঃ আনছার হোসেন, একজন সংবাদ কর্মী। কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত দৈনিক সৈকতের নির্বাহী সম্পাদক এবং জাতীয় দৈনিক আমার দেশ ও সংবাদ সংস্থা বিডি নিউজ এর কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত।